তারিখ 6 APR 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

যুগান্তর

পাঠ্যবইয়ে ভুল

এনসিটিবির আরও চার কর্মকর্তা স্ট্যান্ড রিলিজ

যুগান্তর রিপোর্ট

পাঠ্যবইয়ে ভুলের দায়ে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) আরও চার কর্মকর্তাকে বুধবার স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয়েছে। পাশাপাশি তাদের নতুন কর্মস্থল ঠিক করে দেয়া হয়েছে। আজকের মধ্যে এসব কর্মকর্তাকে এনসিটিবি থেকে বিদায় নিতে হবে। সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার প্রক্রিয়াও চলছে বলে জানা গেছে। বদলি হওয়া শিক্ষা ক্যাডারের চার কর্মকর্তার মধ্যে এনসিটিবির সদস্য অধ্যাপক ড. মো. আবদুল মান্নানকে ঝিনাইদহের সরকারি কে সি কলেজে, সম্পাদক গৌরাঙ্গ লাল সরকারকে নোয়াখালীর হাতিয়া দ্বীপ সরকারি কলেজে, বিশেষজ্ঞ সহযোগী অধ্যাপক মোসলে উদ্দিন সরকারকে পটুয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ ও হাননান মিঞাকে ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ সরকারি কলেজে বদলি করা হয়েছে। এ নিয়ে একই ঘটনায় মোট সাত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হল। তাদের মধ্যে রেবেকা সুলতানাকে বুধবার রাজধানীর সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজে বদলি করা হয়। বাকি দু'জনকে গত জানুয়ারিতে ওএসডি করা হয়। তারা হলেন— এনসিটিবির তৎকালীন প্রধান সম্পাদক প্রীতিশ কুমার সরকার ও বিশেষজ্ঞ লানা হুমায়রা খান। এছাড়া এনসিটিবিতে নানা নেতিবাচক ঘটনার দায়ে সংস্থাটির সচিব ইমরুল হাসানকেও বুধবার স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব জানিয়েছেন, পাঠ্যবইয়ে ভুলের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলাও হবে। এদিকে পাঠ্যবইয়ে ভুলের ঘটনায় গত জানুয়ারিতে ওএসডি করা এনসিটিবির কার্টুনিস্ট সুজাউল ইসলামকে পুনর্বহাল করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি পাঠ্যবইয়ে ভুলের সঙ্গে তার কোনো সংশ্লিষ্টতা পায়নি। তার প্রসঙ্গে এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ■ পৃষ্ঠা ১৬ : কলাম ৪

এনসিটিবির আরও চার কর্মকর্তা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

নারায়ণ চন্দ্র সাহা যুগান্তরকে বলেন, 'আমরা এখন একজন আইও (ইনভেস্টিগেশন অফিসার) নিয়োগ করব। তার প্রতিবেদন পাওয়ার পরই চাকরি ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হবে।' তিনি আরও জানান, প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যবইয়ে 'অ-তে অজ (ছাগল)' শব্দের সঙ্গে পরিচিতি করতে ছাগলের ছবি আঁকা হয়েছিল। ওই ছবি একটি প্রভাবশালী বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সরবরাহ করেছিল এনসিটিবিকে। এর সঙ্গে সুজাউলের কোনো যোগাযোগ নেই।

কার কী দায় : গত জানুয়ারিতে শিশুদের হাতে দেয়া পাঠ্যবইয়ে বিভিন্ন ধরনের ভুলভ্রান্তি ধরা পড়ে। এ নিয়ে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হলে ৯ জানুয়ারি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব রুহী রহমানকে প্রধান করে চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা বইয়ে কবি কুসুমকুমারী দাশের 'আদর্শ ছেলে' কবিতা ভুলভাবে ছাপানোর জন্য এনসিটিবির সদস্য (প্রাথমিক) অধ্যাপক মো. আবদুল মান্নান ও সংস্থাটির বিশেষজ্ঞ লানা হুমায়রা খান দায়ী। তৃতীয় শ্রেণীর হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ের শেষ কভার পেজে ভুলভাবে লেখা নীতিবাক্যটির দায় প্রধান সম্পাদক প্রীতিশ কুমার সরকার ও সম্পাদক গৌরাঙ্গ লাল সরকারের। একই শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যবইয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মায়ের নাম সায়েরা খাতুনের পরিবর্তে ভুলভাবে সায়েরা বেগম ছাপানো হয়। এর জন্য এনসিটিবির বিশেষজ্ঞ মো. মোসলেহ উদ্দিন সরকার ও সম্পাদক গৌরাঙ্গ লাল সরকার দায়ী। ষষ্ঠ শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ে আরবি বানান ভুলের জন্য বিশেষজ্ঞ রেবেকা সুলতানা দায়ী। এছাড়া অষ্টম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' পাঠে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ অনুলিখন-পরিমার্জন সঠিকভাবে না করায় বিশেষজ্ঞ হাননান সরকারকে দায়ী করেছে তদন্ত প্রতিবেদনে।

ওই প্রতিবেদনে এনসিটিবির সচিব ইমরুল হাসানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের কথা বলা হয়। এর মধ্যে সচিবের দফতরে বসেই পানীয় পান সংক্রান্ত একটি অভিযোগ আছে। এ ব্যাপারে সম্প্রতি জানতে চাইলে তিনি যুগান্তরকে বলেছিলেন, তার শত্রুরা তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে। অভিযোগ সঠিক নয়।

আসছে আরও রদবদল : এদিকে প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে এনসিটিবির অন্তত দু'ডজন কর্মকর্তাকে অন্যত্র বদলির চিন্তাভাবনা চলছে। এসব কর্মকর্তার মধ্যে কেউ সর্বনিম্ন পাঁচ বছর থেকে সর্বোচ্চ ২০ বছর ধরে এনসিটিবিতে আছেন। এসব কর্মকর্তার ব্যাপারে তদন্ত কমিটির পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, দীর্ঘদিন কর্মরত থাকলেও তারা পেশাগত দক্ষতা [illegible] করেননি। এ ব্যাপারে তাদের আন্তরিকতারও ঘাটতি আছে। পাশাপাশি তাদের মধ্যে এক ধরনের ঔদ্ধত্য তৈরি হয়েছে। চিহ্নিত ওইসব কর্মকর্তার মধ্যে অনেকেই এনসিটিবির কাজের জন্য উপযুক্ত নন।

এদিকে তদন্ত কমিটির একজন সদস্য জানিয়েছেন, তাদের সুপারিশের আলোকেই এনসিটিবিতে পাঁচ বছর বা তার বেশি সময় ধরে প্রেষণে থাকা কর্মকর্তাদের বদলির চিন্তাভাবনা চলছে। তবে সবাইকে একসঙ্গে নয়, পর্যায়ক্রমে বদলি করা হবে। তারা একটি উপযুক্ত কমিটির মাধ্যমে মেধা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এনসিটিবিতে বিভিন্ন পদে কর্মকর্তা পদায়নের সুপারিশ করেছেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং............
তারিখ............
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এস.পি বিভাগ
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে